মৃত্যুর কড়ানাড়া

দ্য ক্রনিকল অব আ ডেথ ফোরটোল্ড

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

অনুবাদ
বেলাল চৌধুরী

ঐতিহ্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

দুই বাংলার মার্কেসপ্রেমীদের

ভালোবাসার অনুসরণ শ্যেনবাজির মতোই

জিলভাইসেভি

যেদিন ওরা ওকে মারতে যাবে, বিশপ যে নৌকায় আসছেন তার জন্য অপেক্ষা করবে বলে সান্তিয়াগো নাসার সেদিন ভোর সাড়ে পাঁচটাতেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। স্বপ্নে সে দেখছিল এক দারু বৃক্ষ বীথিকার ভেতর দিয়ে চলেছে সে, বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়িগুঁড়ি, হালকা- মৃদু, নিমেষের জন্য খুশি হয়ে উঠেছিল সে সেই স্বপ্নে, কিন্তু জেগে উঠতে মনে হলো পাখির গুয়ে মাখামাখি হয়ে গেছে তার সারা শরীর। "সর্বদাই সে গাছপালার স্বপ্ন দেখত," সেই অপ্রীতিকর সোমবারের যত খুঁটিনাটি মনে করতে গিয়ে তার মা প্লাসিদা লিনেরো বলছিলেন আমাকে সাতাশ বছর পরে। এর আগের সপ্তাহে সে স্বপ্নে দেখেছিল "একটা রাংতার বিমানে সে একাকী অথচ কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা না খেয়ে আলমণ্ড বনের ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে সে।" তিনি আমাকে বলেছিলেন। অন্য মানুষের দেখা স্বপ্নের ভাষ্যকার হিসেবে বেজায় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি, অবশ্য স্বপ্নটা যদি তাকে খাওয়ার আগে বলা হতো। কিন্তু তিনি তার ছেলের দেখা এই দুটো স্বপ্নের ভেতর কোনো অশুভ লক্ষণই দেখতে পাননি কিংবা মৃত্যুর আগের দিন সকালে গাছপালা বিষয়ে অন্য যে সব স্বপ্নের কথা তাকে বলা হয়েছিল, তার মধ্যেও না।

অশুভ লক্ষণটাকে না বুঝতে পেরেছিল সান্তিয়াগো নাসার। জামা-কাপড় না ছেড়েই সে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল, বলতে গেলে এত কম আর সামান্য ঘুম হয়েছিল যে, যার ফলে মাথাব্যথা আর টাকরায় ছড়িয়ে পড়া তামার গাদের স্বাদ নিয়ে জেগে উঠে ও সেটাকে ব্যাখ্যা করেছিল, মধ্যরাত পেরিয়ে চলা বিয়ের পানভোজনোৎসবের স্বাভাবিক বিপত্তি হিসেবে। উপরন্তু ছটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকে শুরু করে এক ঘণ্টা পরে শুয়োরের মতো খোদাই হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল সকলেরই তাকে দেখে কিছুটা নিদ্রাতুর মনে হয়েছিল। তবে তার মন মেজাজ ছিল বেশ প্রসন্ন। আর সে তাদের সকলের কাছেই হালকাভাবে মন্তব্য করেছিল যে আজকের দিনটা ভারি সুন্দর। তবে তার এই মন্তব্য আবহাওয়া সম্পর্কে ছিল কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না। তবে সেদিনের সকালটি যে

সে সময়কার ঐ চমৎকার ফেব্রুয়ারিতে যে রকমটা প্রত্যাশা করা যায় ঠিক তেমনই কলাবাগিচার ভেতর দিয়ে বহে আসা সমুদ্র হাওয়ায় উজ্জ্বল আর ঝকঝকে ছিল সে ব্যাপারটা কাকতালীয়ভাবে সবাই মনে করতে পারছিল। কিন্তু অনেকে এ বিষয়েও একমত ছিল যে, মেঘলা ও নিম্নাভিমুখী আকাশ আর নিশ্চল জলের ভারি গন্ধে আবহাওয়াতেও ছিল নিরানন্দ মৃত্যু। সান্তিয়াগো নাসার তার স্বপ্নকুঞ্জের হালকা বৃষ্টিতে দেখেছিল, সেদিনের সেই দুর্ভাগ্যের মুহূর্তেও ঠিক সেরকমই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছিল। আমি তখন সবে বিয়ের পানভোজনোৎসবের ঘোর কাটিয়ে মারিয়া আলেহান্দ্রিনা সের্বেন্তেসের ভজনের অস্ফুট শব্দে, জেগে উঠছিলুম, বিপদসংকেতসূচক ঘণ্টার উচ্চ নিনাদে, ভাবছিলুম বিশপের সম্মানেই হয়তো ওগুলোকে অমন তুমুলভাবে বাজানো হচ্ছে।

সাদা কাপড়ের জামা পাতলুন পরে নেয় সান্তিয়াগো নাসার। দুটোই ইস্ত্রি ছাড়া, যে রকম বিয়ের জন্য পরেছিল আগের দিন। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে এটাই ছিল তার সাজপোশাক। বিশপের আগমনের জন্য যদি না হতো তাহলে সে প্রতি সোমবারে তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত র‍্যাঞ্চ 'ডিভাইন ফেস'-য়ে যাওয়ার সময় যে রকম খাকি সাজসজ্জা আর ঘোড়ায় চড়া বুট জুতো পরত, সে রকমই পরত। র‍্যাঞ্চটি যদিও সে বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাচ্ছিল কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি তেমন সুপ্রসন্ন হচ্ছিল না। ঐ সব জায়গায় যাওয়ার সময় তার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে থাকত : .৩৫৭ ম্যাগনাম অস্ত্র, সঙ্গে বুলেটের অস্ত্রাগার, তার কথা অনুযায়ী সে একটা ঘোড়াকে মাঝ বরাবর দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে পারত। হাঁস মারার মরশুমে সে তার বাজপাখি শিকারের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরুত। একটা ছোট ঘরে সে আরও রাখত একটা মানলিখার স্কোনাউয়ের .৩০-০৬ রাইফেল, একটা .৩০০ হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড ম্যাগনাম রাইফেল, একটা দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন টেলিস্কোপিক ভিউ ফাইন্ডার লাগানো .২২ হর্নেট আর মুহুর্মুহু গুলি চালানো যায় এমন একটা উইনচেস্টার। তার বাবা যে রকম বালিশের ওয়ারে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে ঘুমোতেন, নিজেও সে সব সময় সে রকমই ঘুমোত। কিন্তু সেদিন ঘর থেকে বেরুবার আগে, বুলেটগুলো বের করে নিয়ে শয্যাপার্শ্বের টেবিলটির দেরাজের ভেতর রেখে দিয়েছিল। "ও কখনোই গুলি ভর্তি করে রেখে যেত না।" তার মা আমাকে বলেছিলেন। আমি সেটা জানতুম। আর একথাও জানতুম যে, সব বন্দুক রাখত এক জায়গায়, আর বারুদ রাখত এমন এক নিভৃত কোণে যাতে ঘরের ভেতর হঠাৎ কারুর সেগুলোকে পোরার কোনো লোভ জাগতে না পারে। এই বিচক্ষণ রীতির প্রচলন করেছিলেন তার

বাবা, যখন এক সকালে এক চাকরানি বালিশ বের করতে গিয়ে বালিশের ওয়ার ঝাঁকুনি দিতেই পিস্তলটি মেঝেতে পড়ে গিয়ে সংঘর্ষ বেঁধে বুলেট বেরিয়ে ঘরের আলমারি ভেদ করে, শোওয়ার ঘরের দেয়াল ভেঙে প্রচণ্ড শব্দে পাশের বাড়ির খাবার ঘরের দেয়াল বিদীর্ণ করে, সামনের স্কোয়ারের উল্টো দিকের গির্জার ভেতরের একটি মানুষপ্রমাণ প্রধান মূর্তিকে প্লাস্টারের ধুলোসম গুঁড়ো করে দিয়েছিল। সান্তিয়াগো নাসার তখন ছেলেমানুষ। সেই দুর্ঘটনার শিক্ষা ও কখনো ভোলেনি।

নাসার সম্পর্কে তার মায়ের শেষ স্মৃতি, বেডরুমের ভেতর দিয়ে তার দ্রুতগতি প্রস্থান। সে যখন বাথরুমের ওষুধের বাক্সে অ্যাসপিরিন খোঁজার চেষ্টা করছিল তখনই তাঁর ঘুম ভেঙে যায় এবং আলোটা জ্বেলে দিতেই দেখতে পান, হাতে একটা জলের গেলাশ নিয়ে সে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এটাই তাকে তাঁর শেষ দেখা। সান্তিয়াগো নাসার তখন তাঁকে সেই স্বপ্নের কথা বলেছিল, কিন্তু গাছপালার ব্যাপারটায় তিনি তেমন মনোযোগ দেননি।

"পাখির বিষয়ে যে কোনো স্বপ্নের মানেই হলো ভালো স্বাস্থ্য," বলেছিলেন তিনি।

যখন আমি ভুলে যাওয়া এই গ্রামে ফিরে এসে অজস্র ছড়ানো ছিটানো ভাঙা টুকরো থেকে স্মৃতির ভাঙা আর্শিকে একসঙ্গে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছিলুম তখন তাঁকে বৃদ্ধ বয়সের অন্তিম আলোয় যে রকম অবনত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখলুম ঠিক একই রকম ভঙ্গিতে সেই একই দোলনা-শয্যা থেকে সেদিন তিনি তাকে দেখেছিলেন। পূর্ণ আলোয় তিনি কদাচিৎ কোনো আকৃতি দেখতে পান। মাথা ব্যথার জন্য কপালের দু'পাশে লাগিয়ে রেখেছেন কিছু ভেষজ পাতা। সেই যে শোওয়ার ঘরের ভেতর দিয়ে সে শেষবারের মতো গিয়েছিল, সেই থেকেই লেগে আছে এই অনন্ত মাথাব্যথা। দোলনা-শয্যায় মাথার উপরের দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে উঠবার চেষ্টা করে একপাশ হয়েছিলেন তিনি। ওদিকে আধেকলীন ছায়ায় অভিসিঞ্চন বারির গন্ধ যা আমাকে খুনের দিন সকালে চমকে দিয়েছিল।

যেই মাত্র আমি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি, তিনি সান্তিয়াগো নাসারের স্মৃতির সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছিলেন। "ঠিক এখানটাতেই ও ছিল," বলেছিলেন তিনি আমাকে। "পরিষ্কার জলে ধোওয়া সাদা কাপড় পরেছিল ও, কারণ তার গায়ের ত্বক এতই কোমল ছিল যে ও মাড়ের খসখসে ভাবটা সহ্য করতে পারত না।" ছেলে ফিরে এসেছে এই বিভ্রান্তি না কাটা পর্যন্ত ধনেপাতা

চিবুতে চিবুতে অনেকক্ষণ ধরে তিনি দোলনা-শয্যায় বসেছিলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, "আমার জীবনে ওই ছিল একমাত্র ধন।"

আমি তাঁকে তাঁর স্মৃতির ভেতর দিয়ে দেখছিলুম। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে পাতলা রোগা গড়নের ফ্যাকাশে ও সবে একুশে পড়েছে। আরব বাপের মতোই ভুরুযুগল আর কোকড়া চুল ছিল। অসঙ্গত এক বিয়ের একমাত্র সন্তান। যে বিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও সুখের হয়নি। তিন বছর আগে বাপের আকস্মিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাপের সঙ্গে বেশ সুখেই দিন কাটছিল তার। সোমবার তার নিজের মৃত্যু পর্যন্ত নিঃসঙ্গ মায়ের সঙ্গেও আপাতদৃষ্টিতে বেশ ভালোই যাচ্ছিল তার। উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের কাছে থেকে সে তার নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারটা পেয়েছিল। খুব অল্প বয়সেই বাপের কাছ থেকে শিখেছিল আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, অশ্বপ্রীতি, দ্রুতগামী উড়ন্ত শিকারি পাখির ওস্তাদি। শুধু তাই নয়, শৌর্যবীর্য বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পাঠও নিয়েছিল ভালো করেই বাপের কাছ থেকে। নিজেদের মধ্যে তারা আরবি ভাষায় কথা বলাবলি করত। তবে প্লাসিদা লিনেরো যেন আবার নিজেকে বঞ্চিত না ভাবেন সেজন্য কখনোই তাঁর সামনে নয়। শহরে ওদের কখনো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেখা যায়নি। একবার মাত্র তারা, তাও এক সাহায্য প্রদর্শনীর বাজারে বাজপাখি শিকারের মহড়া দেয়ার জন্য, তাদের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাখিদের নিয়ে এসেছিল। বাবার মৃত্যুতে তার উপর পারিবারিক খামারের ভার এসে পড়ার দরুন মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে ইতি টানতে বাধ্য হয় সে। স্বভাবের দিক থেকে সান্তিয়াগো নাসার ছিল প্রফুল্ল, নম্র ও দিলদরিয়া।

ওরা যেদিন তাকে মারতে যাবে, ওকে সাদা কাপড় পরতে দেখে তার মা ভেবেছিলেন সে তার দিনের হিসেব গুলিয়ে ফেলেছে। "আমি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে, আজ সোমবার," বলেছিলেন তিনি আমাকে। কিন্তু জবাবে সে তাকে বুঝিয়ে বলেছিল এ ধরনের যাজকীয় স্টাইলের পোশাক সে পরেছে, কারণ হঠাৎ যদি সে বিশপের অঙ্গুরীয় চুম্বনের সুযোগ পেয়ে যায় এই আশায়। তিনি তখন আর কোনো উৎসাহ দেখাননি। বরং তিনি তাকে বলেছিলেন, "এমনকি নৌকা থেকেও নামেন কিনা দেখো। সব সময়ের মতোই একটা অবশ্যকরণীয় গোছের আশীর্বাদ দেবেন এবং যে পথ দিয়ে এসেছেন ফের সে পথেই ফিরে যাবেন। এই শহরকে তিনি ঘৃণা করেন।"

সান্তিয়াগো নাসার জানত এসব সবই সত্য, কিন্তু গির্জার জাঁকজমকের প্রতি একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ছিল তার। "ব্যাপারটা অনেকটা চলচ্চিত্রের মতো," একবার সে বলেছিল আমাকে। অন্যদিকে বিশপের আগমনের ব্যাপারে একটা জিনিসের প্রতিই তার মায়ের কৌতূহল ছিল, আর সেটা হলো

ঘুমিয়ে থাকার সময় তিনি তাকে হাঁচি দিতে শুনেছিলেন বলে তাঁর একমাত্র উদ্বেগ ছিল ছেলে যেন বৃষ্টিতে না ভেজে। তিনি তাকে সঙ্গে ছাতা নিয়ে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু সে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে চলে যায়।

এটাই তাকে তার শেষ দেখা।

পাচিকা বিক্তোরিয়া গুসমান নিশ্চিত যে শুধু সেদিনই কেন, গোটা ফেব্রুয়ারি মাসেই কোনো বৃষ্টি হয়নি। "অথচ ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো," তার মৃত্যুর অল্প আগে যখন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম তখন সে আমাকে বলেছিল, "অগাস্টের তুলনায় অনেক আগেই রোদদুর খর হয়ে উঠেছিল।" সান্তিয়াগো নাসার যখন রান্নাঘরে ঢুকেছিল তখন সে কয়েকটি লোলুপ কুকুর পরিবৃত হয়ে মধ্যাহ্নভোজের জন্য তিনটি খরগোশ ছাড়াচ্ছিল। "সে সব সময়ই গোমড়া মুখ নিয়ে জেগে উঠত," অপ্রসন্নভাবে স্মরণ করে বিক্তোরিয়া গুসমান। তার উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যা দিবিনা ফ্লর সান্তিয়াগো নাসারকে প্রত্যেক সোমবারের মতো তার আগের রাতের বোঝা হালকা করার জন্য আখের মতো মেশানো এক মগ পাহাড়ি কফি পরিবেশন করেছিল। বিশাল রান্নাঘরটি আগুনের হিস হিস শব্দে, দাঁড়ের ওপর ঘুমন্ত মুরগিদের নিয়ে যেন চুপি চুপি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিল। সান্তিয়াগো নাসার আরেকটা অ্যাসপিরিন গলাধঃকরণ করে ধীর চুমুকে খাওয়ার জন্য কফি মগটি নিয়ে বসে পড়ে, ছাড়াচ্ছিল যে মেয়ে একই রকম ধীরে ধীরে ভাবতে থাকে স্টোভের ওপর রাখা খরগোসের নাড়িভুঁড়ি দুটি তাদের ওপর থেকে একবার চোখ না সরিয়ে। বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিক্তোরিয়া গুসমানের আকার আকৃতি কিন্তু বেশ সরেসই ছিল। মেয়েটি যদিও এখনও কিছুটা অপোষ্য রয়ে গিয়েছে তবু তার গ্রন্থির স্ফীতিতে তাকে অদম্য মনে হচ্ছিল। তার হাত থেকে খালি মগটি নিতে আসতেই সে মেয়েটির কব্জি চেপে ধরে।

"এবার তোকে পোষ মানানোর সময় এসে গেছে," বলে সে তাকে।

বিক্তোরিয়া গুসমান তাকে রক্তমাখা ছুরিটি দেখায়।

"ওকে ছেড়ে দাও বলছি, সাদা সায়েবের বাচ্চা," বিক্তোরিয়া কঠিন স্বরে বলে তাকে। "যতক্ষণ আমি জীবিত আছি তুমি ওই কুয়োর জল খেতে পারবে না। ভরা যৌবনে তাকে নষ্ট করেছিল ইব্রাহিম নাসার। গোপনে বহুবছর ধরে র‍্যাঞ্চের আস্তাবলে তাকে বহুবার তার সঙ্গে শুতে হয়েছে। মধু শেষ হতেই সে তাকে ঝিয়ের কাজ করার জন্য নিয়ে এল। আরও সাম্প্রতিক এক নাগরের মেয়ে দিবিনা ফ্লর জানত যে, সান্তিয়াগো নাসারের গুপ্তশয্যার জন্যই নির্ধারিত তার নিয়তি, আর সে ধারণাই তার মধ্যে একটা অকালপক্ব উদ্বেগ নিয়ে এসেছিল। "ওরকম একটা লোক আর কখনো জন্মায়নি।" মোটা ও বিবর্ণ

এবং অন্য নাগরদের সন্তানসন্ততি পরিবৃত সে আমাকে বলেছিল। "ঠিক বাপকা বেটাই ছিল সে," বিক্তোরিয়া গুসমান উত্তরে বলেছিল দিবিনাকে। "গুয়েরও অধম।" গোড়া ধরে খরগোসের ভেতর থেকে সে যখন নাড়িভুঁড়ি টেনে এনে আঁতগুলোকে কুকুরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল তখন সে সান্তিয়াগো নাসারের সেই ভয়াবহ অবস্থার কথা মনে করতেই ভয়ের শিহরণকে চেপে রাখতে পারছিল না।

"অত নিষ্ঠুর হয়ো না," সে বলে তাকে। "মানুষ হিসেবেই ধরে নাও না কেন।"

যে মানুষ নিরীহ প্রাণিকে হত্যা করতে অভ্যস্ত, হঠাৎ তার এ রকম ভীতি প্রকাশ করাটাকে বুঝতে বিক্তোরিয়া গুসমানের প্রায় কুড়ি বছর লেগেছিল। "হা ঈশ্বর," অবাক বিস্ময়টাকে সে প্রকাশ করে। "সমস্তটাই এত চমকপ্রদ উদঘাটন।" এ ছাড়াও খুনের দিন সকালে তার এত চাপা রাগ ছিল যে, সে কুকুরগুলিকে আরও যে কটা খরগোস ছিল সে কটিরও ভেতরটা খাইয়ে চলেছিল কেবল সান্তিয়াগো নাসারের প্রাতরাশটাকে উত্যক্ত করতে। বিশপের নৌকোর মেদিনী কাঁপানো হাঁকে সমস্ত শহর যখন জেগে উঠেছিল তখন তারা এইসবই করছিল।

এবড়োখেবড়ো তক্তার দেয়ালঅলা দোতলা বাড়িটি ছিল আগেকার একটি গুদামঘর, যার চূড়াযুক্ত টিনের ছাদে বসে বাজ পাখিরা ডকের আবর্জনারাশির ওপর নজর রাখত। তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে যখন নদীটি এতই ব্যবহার্য ছিল যে নদীর মোহনার জলাভূমি দিয়ে এই পর্যন্ত বহু সমুদ্রগামী বার্জ এমনকি কিছু কিছু উঁচু জাহাজও চলাচল করত। গৃহযুদ্ধের শেষে আরবদের সঙ্গে যখন ইব্রাহিম নাসার এসে পৌঁছুল তখন নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ার দরুন সমুদ্রগামী জাহাজ আর আসত না, গুদাম ঘরটিও হয়ে গেল পরিত্যক্ত। আমদানি দ্রব্যের দোকান খোলার জন্য ইব্রাহিম নাসার বাড়িটি সস্তা দামে কিনে নিলেও শেষ পর্যন্ত সে দোকান আর খোলা হয়নি। তার বিয়ে ঠিক হওয়ার পরই গুদাম ঘরটিকে বসবাসযোগ্য বাড়িতে পরিণত করা হলো। নিচের তলায় খুললেন একটি হরেকরকম জিনিসের জন্য ব্যবহারযোগ্য পার্লার আর পেছনে তৈরি করলেন চারটি ঘোড়ার জন্য আস্তাবল, পরিচারকদের জন্য বাসগৃহ, ডকের দিকে খোলা জানালার রসুইঘর, যেগুলোর ভেতর দিয়ে সারাক্ষণই আসত জলের আবর্জনা। পার্লারটিতে জাহাজ ভাঙা থেকে উদ্ধারকৃত সিঁড়িটাকেই একমাত্র অটুট রেখেছিলেন। ওপরতলায় যেখানে আগে শুল্ক অফিসগুলো ছিল সেখানে তিনি বেশ বড়সড়ো দুটো বেডরুম আর পাঁচটি আরামপ্রদ কুঠুরি তৈরি করে নিয়েছিলেন সম্ভাব্য বহু সন্তানসন্ততির

অভিপ্রায় নিয়ে। স্কোয়ারের আলমণ্ড গাছ দেখা যায় এমন একটা কাঠের ব্যালকনিও তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। যেখানে মার্চের অপরাহ্নে বসে বসে নিজের নিঃসঙ্গতাকে প্রবোধ দিতেন প্লাসিদা লিনেরো। সামনে রেখেছিলেন প্রধান ফটক আর তৈরি করে নিয়েছিলেন কুঁদকলচালিত হুড়কাঅলা ২টি পূর্ণাঙ্গ জানালা। আরও রেখেছিলেন পশ্চাদদ্বার, এবং একটু উঁচু যাতে করে তার ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারে ঘোড়া, আর পুরনো জেটির একাংশও ব্যবহারে রেখেছিলেন। ওটাই ছিল সর্বদা সবচেয়ে বহুলব্যবহৃত দরজা। কেবল জাবনাপাত্র আর বাজারসওদা আসার স্বাভাবিক প্রবেশপথ হিসেবেই নয়, এই দরজা খুললেই রাস্তা স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে না গিয়েও যে রাস্তা ধরে নতুন ডকে গিয়ে পৌঁছানো যায়, প্রধান ফটক উৎসব উপলক্ষ ছাড়া বন্ধ এবং হুড়কোআঁটা থাকত। এতৎসত্ত্বেও ওরা সান্তিয়াগো নাসারকে খুন করার জন্য পেছনের দরজায় নয়, এই দরজাতেই অপেক্ষা করছিল ওর খুনিরা। আর সেও তখন সেই পথ দিয়েই বিশপকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছিল। যদিও তাকে ডকে পৌঁছতে হলে গোটা বাড়িটাকেই পদব্রজে চক্কর কেটে যেতে হচ্ছিল।

ওরকম একটা নিদারুণ দৈব মিল কেউই বুঝতে পারেনি। রিওহাচা থেকে আসা তদন্তকারী জজ স্বীকার করার মতো সাহসী না হলেও ব্যাপারটা অবশ্যই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রেরণা তাকে একটা যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল যেটা তাঁর রিপোর্টেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্কোয়ারের দিকে দরজাটা বহুবার যেটাকে কানাকড়ি উপন্যাসের নামে "সর্বনাশা দরজা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে, একমাত্র প্লাসিদা লিনেরোর ব্যাখ্যাকেই অকাট্য মনে হচ্ছিল, যিনি তার মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দিয়েই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন; "আমার ছেলে সাজপোশাক পরে কখনোই পেছনের দরজা দিয়ে বেরুত না।" এ কথাটাকে এতই সহজ সত্য মনে হয়েছিল যে, তদন্তকারী জজ এটাকে মার্জিনে নোট হিসেবে লিখে রাখলেও মূল রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

তার দিক থেকে বিক্তোরিয়া গুসমান, তার উত্তরে স্পষ্ট করে বলেছে ওরা তাকে মারার জন্যই সান্তিয়াগো নাসারের অপেক্ষায় ছিল একথা তিনি বা তার মেয়ে কেউই জানত না। তবে কালক্রমে স্বীকার করেছে, ওরা দু'জনেই ব্যাপারটা জানত, যখন সে কফি খেতে এসে রসুইঘরে ঢুকেছিল। ব্যাপারটা ওদের বলেছিল এক মহিলা যিনি পাঁচটার পরে খানিকটা দুধ চেয়ে নেওয়ার জন্য ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি যেখানে ওরা অপেক্ষা করছিল সেই জায়গা এবং উদ্দেশ্যের কথাও প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। "আমি তাকে সতর্ক করে দিইনি কারণ আমি ভেবেছিলাম ওগুলো মাতালের প্রলাপ," সে